গাংনীতে পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ-ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করেছে সংস্থাটি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গাংনীতে উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ ও উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট কৃষি খাতের আওতায় উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধান বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উচ্চ ফলনশীল ধান ১০২ও ১০৮ এর বীজ ও উপকরণ ৮জন সদস্যের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। উপকরণের মধ্যে ছিল বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, ফেরমন লিওর ইত্যাদি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক মোহা: কামরুল আলম পিএসকেএসের সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

১০০ পিচ ইয়াবাসহ দুই মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের জামসেধ আলীর ছেলে মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩৭) ও চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গ উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের ইকরামুল হকের ছেলে সুইট (২৮)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আজ বুধবার (৪ ডিসেম্বর) ভোররাতের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে নেতৃত্বে এসআই (নি:) আশরাফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ গাংনী উপজেলার জলশুকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী শহিদুল ইসলাম শিক্ষকতা পেশার অন্তরালে মাদক ব্যবসা করে আসছিলো।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যান সমিতির অধীনে সংগঠিত সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতের আওতায় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান, পিএসকেএসের উপ-পরিচালক মোঃ কামরুল আলম, পিএসকেএসের মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হাসান ও সহকরী মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খালেদ কবির সহ সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠান হতে মৎস্য চাষীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাছ চাষ এবং শীতকালে মাছ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়।

গাংনীতে সহকর্মীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় টিআই ফরিদার বিদায়

সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও চোখের জলে কর্মস্থল থেকে শেষ বিদায় নিলেন গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন।

এসময় তাকে ক্রেষ্ট ও ফুল ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান দীর্ঘদিনের সহকর্মী অফিসের সদস্যরা। দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ত্যাগ করার সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন টিআই ফরিদা ইয়াসমীন। এসময় সহকর্মী ও অফিসের সদস্যের চোখে পানি চলে আসে।

একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততা দিয়ে কর্মস্থলকে করেছিলেন আপন। ৩২ বছর ২ মাস সেবা দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সহকর্মীদের কাছে আপনজন আর সেবা গ্রহীতাদের পরম বন্ধু। ভালবাসা আর চোখের জলেই তাকে বিদায় দিয়ে বর্ণনা করেন কর্মময় জীবনের নানা স্মৃতিময় অধ্যয়।

কর্মময় জীবনের শেষ অফিস ছিল গত শনিবার। চাকুরী জীবনের শেষ দিনে তার বিদায়কে কেন্দ্র করে সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে সহকর্মীরা আয়োজন করেন অবসরজনিত বিদায়ী সংবর্ধনা। সেখানেই তৈরী হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারি পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বি এবং সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মুনছুর আলী। অনুষ্ঠানে জেলার সকল সমাজসেবা কার্যালয় ও সরকারি শিশু পরিবারের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা সমজাসেবা কার্যালয়ের টিআই ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনার সহধর্মীনি। দীর্ঘ ৩২ বছর ২ মাস তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকুরী করেছেন। কর্মজীবনে পিছিয়ে পড়া মানুষ চিহ্নিত করে ভাতা ও ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রমে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তার আচার-ব্যবহার আর যথাযথ দায়িত্ব পালনে সহকর্মী আর উপকারভোগীদের কাছে প্রিয় পাত্র হয়েছিলেন। ফলে তার বিদায় অনুষ্ঠান ছিল এক বিষাদময়।
কর্মস্থলের সততা ও নিষ্ঠার জন্য এই সফল নারীকে সহকর্মীদের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট ও ফুলের তোড়া।

গাংনীতে ফসল ও গাছ কেটে জমি দখলের অভিযোগ

জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর খাল-বিল জমিসহ নানধরনের দখলদারিত্বের কবলে সাধারণ মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ খসরু ইসলামকে হুমকি প্রদান, তার নিজ জমির গাছ-খড় ও ফসল কেটে জমি দখল করেছে কিছু দূর্বৃত্ত ভূমিদস্যু। এ বিষয়ে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনা কমান্ডার যৌথ বাহিনী মেহেরপুর ব্যাটেলিয়নে।

অভিযোগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬ নম্বর মৌজায় ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত

আমার ছয় ভাই বোনসহ অপর আরো কয়েকজনের তপশীলভুক্ত জমিতে প্রায় এক লক্ষ টাকার খড় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বনজ গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এখন তারা আমাদের উক্ত জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক হুমকিও দিচ্ছে। গত ১৪-১১-২০২৪ তারিখে তারা নালিশী জমিতে জোর করে লাঙ্গল দিয়েছে। ইতিপূর্বে থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা আমাদের জমিতে কখনো যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে জমির দুরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় আমাদেরকে অসহায় ও দুর্বল ভেবে জমিটা গ্রাস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। জমির সাথে এই সমস্ত দখলদার দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। তাদের সাথে কোন প্রকার মামলাও নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করতে চাই। জমির তপশীল ও পরিমাণ উল্লেখ করেন – মৌজা ২৬ নং রামনগর, খতিয়ান নম্বর আরএস ১৭২,১৭৩,৩৫২,১২৮৩, দাগ নম্বর ২৯৫৬,৩২৭১,২৯৫৮,২৯৫৬,৩১৫৮ এবং জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৫৯ একর, ০.০৮ একর, ০.৩৬ একর, ০. ১৮ একর।

জমিগুলো আসামিদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে সেনা কমান্ডার বরাবর আবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. খসরু ইসলাম।

জমির মালিক মো. হারেজ উদ্দিন পিতা মৃত হুজুর আলী সাং গাড়াডোব, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। জমির পরিমাণ ০৯.১৪ একর। হারেজ উদ্দিন ২০১৮ সলে মৃত্যুবরণ করলে ছেলে খসরু ইসলামসহ হারেজ উদ্দিনের ছয় সন্তান জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন।

জমির কাগজপত্র ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এটি ছিল মূলত বিনিময় সম্পত্তি। গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে মৃত আব্দুর রহমান এবং ওনার প্রতিপক্ষ মৃত আবু বকর কারিকর নিজেদের স্বত্ব দাবী করে আলাদা আলাদাভাবে তৎকালীন কুষ্টিয়ার ডিসি’র কাছে বিনিময় দলিল পেশ করেন। দুটি দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিসি সরজমিনে তদন্ত করে আবু বকর কারিকরের দলিল বাতিল করে দেন এবং আব্দুর রহমানের দলিল গ্রহণ করেন ও এর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮,০৩,১৯৭৭ তারিখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনিময় নিশ্চিতকরণ ও সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ০৮,০৪ ১৯৭৭ তারিখে কুষ্টিয়া ডিসি আব্দুর রহমানের অনুকুলে রেজিস্ট্রি দলিল করে দেন। দলিল নম্বর ৩৯১১। তৎকালীন কুষ্টিয়া ডিসি কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি দেন যার বিনিময় মিস কেস নম্বও ১০৫(সিএল)৬৬-৬৭।

আবু বকর কারিকর এই দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে মেহেরপুর সাব- জজ

কোর্টে মামলা করেন ১৯৯৪ সালে। এ মামলায় পরাজিত হয়ে ৯৬ সালে মেহেরপুর জজকোর্টে আপীল করেন। আপীল নম্বর ১৯/১৯৯৬। ২৬/১/২০০৬ তারিখে জেলা জজ, মেহেরপুর কর্তৃক আপীলের চুড়ান্ত রায়ে আবু বকর কারিকর পরাজিত হন। পরবর্তিতে এই জমি নিয়ে আর কোন মামলা মোকদ্দমা হয়নি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মেহেরপুরের অফিসে জমির কাগজপত্র সাবমিট করলে তিনি ২৬/৭/২০১১ তারিখে খাজনা প্রদানের আদেশ দেন। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে খাজনা আপ-টু-ডেট করা হয়। বর্তমানে ওয়ারিশগণ খারিজের জন্য অনলাইনে আবেদন খরেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জমির মালিকের বসবাসের বাড়ি থেকে জমিটি বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় বারবার দখলকারীদের রোষানলে পড়তে হয় মালিকদের। দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গাংনী থানায় নালিশ করলে ওসি বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদের থানাতে হাজির হতে বলে। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে দখলকারী ১৭ জন থানায় হাজির হয়। উভয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা শেষে ১৭ জন দখলকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জমির উপর যাবে না। তিন’শ টাকার স্ট্যাম্পে এই সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এছাড়াও কোন এক সময় এই দখলকারীরা ইউএনও গাংনী বরাবর একটি আবেদন করেছিল এই জমিটি সরকারি খাসজমি তাই আমরা লিজ নিতে চাই বোলে। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইউএনও গাংনী জমির মালিকানা নিশ্চিত করে এবং তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯-৮৮৫, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯।

কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় দখলদারদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মামলা করেন জমির মালিক হারেজ উদ্দিন। সেই মামলাতেও ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুর হারেজ উদ্দিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। যার মামলা নম্বর- ১৯৬/১৫ (৫২/১২)। উল্লেখ্য রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই জমি থেকে হারেজ উদ্দিন ০৭ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনা হচ্ছে, মামলা করা হচ্ছে তাদের সাথে এই জমির কোনোই সংশ্লিষ্টতা নেই। এদের সাথে জমি নিয়ে কোনোদিন মামলা ছিল না। এরা সম্পুর্নভাবে তৃতীয় পক্ষ যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে জমিগুলো জোর দখল করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে জোর করে এই জমির উপরে একটি মসজিদও নির্মাণ করে তারা।

হারেজ উদ্দিনের ০৯.১৪ একর জমির মধ্যে থেকে কিছু জমি ক্রয় করে রামনগর গ্রামের ছবদুলের ছেলে ছাদিমান, আনোয়ার, আলতাব এবং ছহিরুদ্দিনের ছেলে শওকত। এরাও কেউ তাদের ক্রয়কৃত জমি ভোগদখল করতে পারে না।
সম্পুর্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বৃত্তরা হারেজ উদ্দিন ও তার উত্তরাধিকারদের নিজ নামিও জমি থেকে ফসল কাটে নেয়া গাছ কেটে নেয়া খড় কেটে নেয়া এবং অবৈধ ভাবে মসজিদ নির্মাণ করে দখলের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।
৫ আগস্টের পূর্বে দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিলো আওয়ামী লীগের নেতারা। পালাবদলের সাথে সাথে নেতৃত্বে এসেছে বিএনপির নেতারা। কাগজ যার জমি তার আইনে থাকলেও বার-বার সেই জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে জমির মালিকদের।
রামনগর গ্রামের রহমান আলির ছেলে খলিল জমি দখলকারীদের একজন। তাকে জমি দখলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তার কাছে জমির বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই বলেও জানান।

রামনগর গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বীকার করেন জমির বৈধ মালিক হারেজ উদ্দিন। গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে দখল করেছে। হারেজ উদ্দিনের সন্তানরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তাদের বারবার এই জমি নিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তারা তাদের জমি ফেরত পাক এটাই গ্রামবাসীর চাওয়া।

শুরু থেকেই চিহ্নিত ২১ জন দুর্বৃত্ত এই দখলের সাথে জড়িত।

তারা হলেন – রামনগর গ্রামের মরজেত কামারের ছেলে মান্নান, আব্দুল কাদেরের ছেলে স্বপন, আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল, গোলাম রসুলের ছেলে আলছাব, মকলেছ আলির ছেলে আশাফুল, মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে ছালাম, আফফানের ছেলে ইন্তাজ, আফফানের ছেলে শরিফুল, মৃত আফেল কামারের ছেলে রমজান আলী, আনসার আলী আরোর ছেলে সাজেদুল ইসলাম, নাদের কামারের ছেলে সবকুল, শামছুল হকের ছেলে শিপন আলি, বক্কর আলির ছেলে সুজন আলি, মৃত মরজেত আলীর ছেলে ময়নাল, ময়নাল আলীর ছেলে ইজুল, ছব্দুল শাহর ছেলে কুরবান শাহ, মৃত চমৎকারের ছেলে মহিবুল, মৃত মল্লিক এর ছেলে আফফান, আফফানের ছেলে কুদরত আলী, আফফানের ছেলে সাইদ আলী, আফছারের ছেলে নজিমসহ আরো অনেকে।

এরা সকলেই হারেজ উদ্দিনের জমিতে আর কখনো যাবেনা বলে গাংনী থানায় মুচলেকা দেয়। হারেজ উদ্দিনকে তার জমির দখল থেকে কোনোরূপ উচ্ছেদের চেষ্টা, জুলুম, খবরদারী না করার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর

করে। সূত্র : ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫ ধারার নোটিশ নম্বর ১৮০/১৬।

গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

তিন বছরেও শেষ হয়নি ভবন কাজ, লাপাত্তা ঠিকাদার

সময় সীমা তিন বছর পার হলেও শেষ হয়নি ভবন নির্মানের অনেক কাজ। ভবন হস্তান্তর না পেয়ে পুরাতন ভবনে গাদাগাদি করে ক্লাশ করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে দাবী শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকদের। এদিকে নির্মান কাজের অনেক বাকী থাকলেও , অতিরিক্ত ৩২ লাখ টাকা তুলে নিয়ে লাপাত্তা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। তবে এসবের দায় নিচ্ছেন না শিক্ষা প্রোকৌলী বিভাগ। এমন তথ্য পাওয়া গেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি দারুসুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার বহুতল ভবন কাজে।

২০২১ সালে কাজ শেষ হবার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। হস্তান্তর হয়নি মাদ্রাসা ভবন। এক প্রকার বাধ্য হয়ে পরিত্যক্ত ভবনে ও মেঝেতে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ রয়েছে, জেলা শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী সার্বিক সহযোগিতায় অতিরিক্ত বিল দেয়া হয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। তবে এসবের দায় নিতে চান না বর্তমান জেলা শিক্ষা প্রকৌশলী।

প্রাপ্ত তথ্য মতে. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পে আওতায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুসুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৩ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয় ৪ তালা বহুতল ভবনের কাজ পায় কুষ্টিয়ার আনিসুর রহমান নামের এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে কাজটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৭৫ ভাগ। তার বিপরীতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে বিল দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৭ লাখ ৫ হাজার টাকার। কাজ শেষ না করার পরও ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল ২৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। এছাড়াও কাজ শেষ হওয়ার আগেই পিজি (পার্সোনাল গ্যারান্টেড) থাকা প্রায় ১৬ লাখ ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করতে সহযোগিতা করেন সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম মুত্তাকিন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত বিল্ডিং না থাকায় শিক্ষার্থীরা মান্দার মেঝে ও পরিত্যক্ত বিল্ডিং গুলোতে ক্লাস করছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, বিল্ডিং না থাকাই শিক্ষা কার্যক্রম ও বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্লাস থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এক রুমেই অনেকজন গাদাগাদি করে আবার কখনও কখনও খোলা আকাশের নিচে ও মেঝেতে